আল্লাহ কি ভুল করেন ? কোরানে কি ভুল নেই?

মোঃ আমিন তালুকদার (জনি){ড্রাকুলা}
jonydracula@yahoo.com

২য় পর্ব

পুর্ব প্রকাশের পর...

৩ । আল্লাহ্‌র ভুল সংশোধন :

"এবং তারপর তিনি ইহাকে (পৃথিবীকে) সম্প্রসারিত করেছেন।"
- সুরা নাযিরাত :৩০ ।

প্রথমে তিনি পৃথিবীকে ছোট করে সৃষ্টি করেছিলেন পরে মনে হয় তিনি বুঝতে পারলেন ছোট করে সৃষ্টি করাটা ভুল হয়েছে তাই পরে আবার পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেছেন। অনেকে হয়তো মানতে চাইতেন না যে আল্লাহ্‌ ভুল করেছেন, বলবেন তিনি ইচ্ছে করেই করেছেন-তাকি গ্রহণযোগ্য যুক্তি হবে? এ যুক্তি মেনে নিলে মনে হবে আল্লাহ্‌র হাত ঘুরিয়ে কান ধরবার অভ্যাস।

৪ । আল্লাহ্‌র মানুষ সৃষ্টি :

" তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেন।"
- সুরা আন আম :২ ।
" আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত পর্দাথ হতে। তাকে পরিক্ষা করার জন্য।"
- সুরা দাহর : ২ ।
" তিনি বীর্য (নুৎফা) হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"
- সুরা নাহল : ৪ ।
আল-াহ্‌ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।"
- সুরা নুর : ৪৫ ।

সব গুলো আয়াতেই সৃষ্টি কথাটির উল্লেখ আছে আর সৃষ্টি বলতে অবশ্যই প্রথম মানব-মানবী কে তৈরি করা বোঝানো হয়েছে তিনি প্রথম মানব-মানবী কে মৃত্তিকা ,পানি ও মিলিত পর্দাথ হতে সৃষ্টি করেছেন তা নাহয় মেনে নিলাম কিন্তু তিনি বীর্য (নুৎফা) পেলেন কোথা থেকে ? অবশ্যই তার বীর্য

নেই! তাছাড়া তিনি যেই বীর্য ছাড়া মানুষ সৃষ্টি করতে পারত না সেই বীর্য টি কে সৃষ্টি করেছে? যদি আল্লাহই সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তিনি এভাবে পৃথক পৃথক ভাবে কেন সৃষ্টি করলো ?

প্রতিটি আয়াতে "তোমাদিগকে, মানুষকে বা মানুষ" উল্লেখ করেছেন এর মানে কি তিনি এক সাথে অনেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন ? অনেক আস্কিরা বলেন যে কোরানে সব বিস্তারিত লেখা নেই এর জন্য হাদিস এর দরকার। যদি তাই হয় তাহলে কোরান শরীফ পূর্ণাংগ জীবন ব্যাবস্থা হয় কি করে ? আল্লাহ্ যদি সামান্য এত টুকু না জানে যে তার বান্দাদের মনে কি কি প্রশ্ন জাগতে পারে এবং তার উত্তর যদি সে আগের থেকেই না দিতে পারেন তাহলে কি করে বিশ্বাস করবো সে সর্বশক্তিমান (?), সর্বাজ্ঞ (?)।

৫ ।ইসলাম কি সত্যিই শান্তির ধর্ম ?

"যারা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের বির"দ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এ যে তাদের কে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।"
- সুরা মাদিয়া : ৩৩।

এই আয়াতটি পড়লে এদিকটাই স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যাক্তি এ কথা গুলো বলেছে (বিশেষ করে বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে) তার মাথা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত। তা না হলে এভাবে হত্যা করার কথা কোন ধর্ম গ্রন্থের (যাকে শান্তির ধর্ম বলে দাবি করা হয়) বা কোন সৃষ্টিকর্তার হতে পারেনা। তবে এ আয়াতটির আদেশ কিছু দাড়িওয়ালা ও টুপিওয়ালা আল্লাহ্র নেক্ বান্দা (?????)ভীষণ আনন্দের সাথে পালন করছে। এ আয়াতটি থেকে আরো একটি ব্যাপার বোঝা যায় যে আল্লাহ্ নিজেকে যতটুকু দয়াময় বা কর"ণাময় বলে দাবি করেন তার একটুও দয়া বা কর"ণা তার মাঝে নেই। এবং সে অসীম ক্ষমতাশীল না তার ক্ষমতাও আমাদের মত সসীম। কেননা সাধারন মানুষ হয়েও তার অবাধ্য বা ই"ছার বির"দ্ধে আমরা কি করে তার ও তার রাসুলের বির"দ্ধে যুদ্ধ করবো। যেখানে তার হুকুম ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না।

৬ । মৎস না গোশত :

আল্লাহ্ সমুদ্রকে অধীনস্থ করে দিয়েছেন যাতে তোমরা ইহা থেকে তাজা গোশত খাইতে পার এবং তোমরা আহরন করতে পার অলংকারাদি পরিধানের নিমিত্তে।
- আল কোরান।

সমুদ্র হতে জানি মৎস পাওয়া যায় কিন্তু আমরা সমুদ্র থেকে মৎস তুলে গোশত কি করে খাবো ? তাহলে কি আল-াহ্ মৎস আর গোশত এর মধ্যে কোন পার্থক্য জানেনা। আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে ১০জনের একটি তদন্ কমিটি গঠন করতে হবে।

৭।ভয়:

"তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নি শিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।"
–সুরা আর রহমান : ৩৩।

আমার ধারনা উক্ত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের (মানুষ) কে ভয় (ভীষন) দেখতে চেয়েছেন। আমরা জানি ভয় সেই দেখায় যে নিজে কোন করনে ভীত হয়ে থাকে। এর অর্থ এই দাড়ায় যে আল-াহর মনে সত্যি ভয় আছে যে একদিন সত্যি সত্যি মানুষ তার সীমানা(সাত আসমান) ছারিয়ে যাবে এবং কোন প্রকার অলৈকিক বাধা ছারাই। আর তখন আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তুলবে। তখন আর এ মিথ্যা বাণী, মিথ্যে কিতাব ও মিথ্যে সৃষ্টিকর্তার কোন মুল্য থাকবেনা। এবং আমরা তার বাণীকে অসত্য প্রমান কওে আজ সাত অসমান ছাড়িয়ে গ্রহ নক্ষত্রে ছুটে চলছি।

চলবে...

১০.০৮.২০০৪